তারিখ ... 03 JAN 1995 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক সংবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিভিন্ন অনুষদে ১ থেকে ৩ বছরের সেশন জট

।। হাফিজুর রহমান কার্জন ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে ১ থেকে ৩ বছরের সেশন জট চলছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন সেশন জট সবচেয়ে কম আইন অনুষদ এবং বাণিজ্য অনুষদের বিভাগগুলোতে। এ বিভাগগুলোর সেশন জট এক বছরের কিছু বেশি। কলা অনুষদ এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোর সেশন জট দু'বছরের বেশি। বিজ্ঞান অনুষদ ও জীববিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোর সেশন জট প্রায় ৩ বছর।

বিভিন্ন বিভাগের সেশন জট সম্পর্কে একটি ধারণা পাবার জন্য ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষের অগ্রগতির হিসাব ধরে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

১৯৮৮ সালে যে সকল ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার প্রক্রিয়ায় তাদের জীবন থেকে খসে গেছে ১টি বছর। ফলে ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস আরম্ভ হয় '৮৯ সালের জুন/জুলাই মাসে।

'৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী আইন বিভাগে ভর্তি হয়েছিল ৪ বছরের এল এল বি (অনার্স) ও ১ বছরের এল এল এম কোর্স শেষ করে তাদের বেরিয়ে যাবার কথা ছিল '৯৪ সালের জুন মাসে। কিন্তু এ শিক্ষাবর্ষের এল, এল, এম পরীক্ষা আরম্ভ হচ্ছে এ মাসের ১৪ তারিখ থেকে। এ বিভাগে সেশন জট কম হবার কারণ হচ্ছেঃ পরীক্ষা শেষ হবার সাথে সাথে ক্লাস আরম্ভ করা এবং নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা গ্রহণ করা। তবে এ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করে বলেছে, কোন কোন বিষয়ে পর্যাপ্ত ক্লাস না নিয়েই পরীক্ষা নেয়া হয় এবং ফলাফল প্রকাশে যথেষ্ট বিলম্ব হয়।

১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে যে সকল ছাত্রছাত্রী বাণিজ্য অনুষদের বিভাগগুলোতে ভর্তি হয়েছিল তাদের ৩ বছরের অনার্স ও ১ বছরের মাস্টার্স শেষ করে বেরিয়ে যাবার কথা ছিল '৯৩ সালের জুন মাসে। কিন্তু তারা তাদের মাস্টার্স পরীক্ষা দেয় '৯৪ সালের মে মাসে এবং এ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় নভেম্বর মাসে। সেশন জট কম হবার কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে এ অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীরা বলেছে, পরীক্ষা শেষ হবার পরপরই ক্লাস আরম্ভ হওয়া, ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব না হওয়া সেশন জট কম হবার কারণ।

১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে যে সকল ছাত্রছাত্রী কলা অনুষদ ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোতে ভর্তি হয়েছিল ৩ বছরের অনার্স এবং ১ বছরের মাস্টার্স শেষ করে তাদের বেরিয়ে যাবার কথা ছিল '৯৩ সালের জুন মাসে। কিন্তু এ দু'টি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের মাস্টার্স পরীক্ষা আরম্ভ হচ্ছে এ মাসের ১৪/১৫ তারিখ থেকে। এ পরীক্ষা চলবে মে মাস পর্যন্ত। এ দু'টো অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা জানায়, সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি, ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব, পরীক্ষা শেষ হবার সাথে সাথে ক্লাস আরম্ভ না হওয়া, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে পরীক্ষা পেছানো এবং পরীক্ষা

সেশন জট সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছেঃ সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি, ফল প্রকাশে বিলম্ব, দীর্ঘদিন অনেক শিক্ষকের বিদেশে অবস্থান এবং এনজিও'র কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাস শেষ করতে না পারা, দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষা অনুষ্ঠান সেশন জটের কারণ।

সমন্বিত কোর্স ও সাবসিডিয়ারি থাকছে না

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান অনুষদে সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি এবং সাবসিডিয়ারি থাকছে না। কিছু দিন আগে উপাচার্যের সংগে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ও দু'টি অনুষদের বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের এবং বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ও এ দু'টি অনুষদের বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের পৃথক পৃথক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সমন্বিত কোর্স পদ্ধতিতে এ অনুষদ-গুলোর সবগুলো বিভাগের পরীক্ষা একই সময়ে অনুষ্ঠিত হত। এ পদ্ধতিতে কোন বিভাগ তাদের ক্লাস এবং ইনকোর্স পরীক্ষা আগে সম্পন্ন করে ফেললেও অন্যান্য বিভাগের ক্লাস এবং ইনকোর্স শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বসে থাকতে হত।

নতুন পদ্ধতিতে প্রতিটি বিভাগের পরীক্ষা স্ব স্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে। এতে করে এক বিভাগের অন্য বিভাগের কোর্স শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। ফলে সেশন জট কমে যাবে।

উপাচার্য, ডীন ও বিভাগীয় চেয়ার-ম্যানদের সভায় গৃহীত অপর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে সাবসিডিয়ারি উঠিয়ে দেয়া। আগে এ চারটি অনুষদের অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের মূল বিষয় সংশ্লিষ্ট ৯০০ নম্বরের কোর্স এবং ৬০০ নম্বরের সাবসিডিয়ারি পড়তে হত। কিন্তু '৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ এ বছর যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে তাদের জন্য ১৫০০ নম্বরের সমন্বিত কোর্স চালু হচ্ছে।

বছর বয়স্ক প্রতিদ্বন্দ্বী মেদভেদেভকে ২-৬, ৬-৪, ৬-৩ গেমে হারিয়ে দিয়ে সুইডেনের আশা জাগ্রত করেন। কিন্তু পরে মেদভেদেভা কার্লসনকে ৬-১, ৬-৪, ৭-৫ গেমে হারিয়ে দিলে দৈতে খেলা নিষ্পত্তি